ত্রৈমাসিক

রাজউক বার্তা

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রকাশনা

ভলিউম-৫ ■ সংখ্যা-১ ■ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২, বাংলা ১৪১৯

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)

রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০

ফোন : ৮৮-০২-৯৫৫৭৬৯৫

www.rajukdhaka.gov.bd

উপদেষ্টা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা

প্রকৌশলী মোঃ নূরুল হুদা

চেয়ারম্যান, রাজউক

উপদেষ্টাবৃন্দ

নাজমুল হাই, সদস্য, রাজউক

আখতার হোসেন ভূইয়া, সদস্য, রাজউক

শেখ আব্দুল মান্নান, সদস্য, রাজউক

তপন কুমার দাস, সদস্য, রাজউক

সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক, রাজউক

মোহাম্মদ মোস্তফা, সচিব, রাজউক

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক

এম মাহবুব উল আলম

সদস্য (উন্নয়ন), রাজউক

সম্পাদক

মোঃ আশরাফ আলী আখন্দ

সহকারী সম্পাদক

মোঃ মুসা আখন্দ

মাহফুজা আক্তার

ঈদ শুভেচ্ছা

সমগ্র দেশবাসীকে রাজউক বার্তার পক্ষ থেকে পবিত্র ঈদ-উল আযহা-এর শুভেচ্ছা

অন্য পাতায়

উন্নয়ন শাখা	০১	নগর পরিকল্পনা	০৪
প্রশাসন	০৪	বিষয় শাখা	০৬
উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ	০৬	হিসাব	০৬
আইন বিষয়ক	০৬	বিবিধ	০৬

উন্নয়ন

অর্থমন্ত্রী কর্তৃক কুড়িল ফ্লাইওভার ও পূর্বাচলের উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিদর্শন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত এমপি ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখ কুড়িল ফ্লাইওভার সহ পূর্বাচলের চলমান উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রনালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আব্দুল মান্নান খান, এমপি উপস্থিত ছিলেন। এ সময় রাজউকের চেয়ারম্যান, সদস্য (উন্নয়ন), প্রধান প্রকৌশলী, পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প ও কুড়িল ফ্লাইওভার প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প ব্যবস্থাপক ও প্রকল্প কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

অর্থমন্ত্রীর কুড়িল ফ্লাইওভার ও পূর্বাচলের উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিদর্শন

তিনি কুড়িল ফ্লাইওভারের নির্মাণকাজ, নির্মাণাধীন ৩০০ ফুট প্রশস্থ পূর্বাচল সংযোগ সড়ক, বালু নদীর উপর সেতু নির্মাণ কাজ, ভূমি উন্নয়ন কাজ এবং অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন। এরপর তিনি পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের ৪ নং সেক্টরে "Bangladesh China Friendship Exhibition Centre" নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত সাইট পরিদর্শন করেন। তিনি বিগত ৩ বছরে প্রায় পরিত্যক্ত এ প্রকল্পের অর্জিত সাফল্যের প্রশংসা করেন এবং স্বল্পতম সময়ে সকল কাজ সম্পন্ন করার আহবান জানান।

সম্পাদকীয়

রাজউক বার্তা ৫ম বর্ষে পদার্পন করেছে। রাজউকের আন্তঃ জনসংযোগ ও সার্বিক কর্মকাণ্ড বিষয়ক ত্রৈমাসিক এ প্রকাশনাটি অনেকের সহযোগিতায় নিয়মিত পাঠকের নিকট পৌছানো সম্ভব হয়েছে। অতীতের মতো সকলের সহযোগিতায় ভবিষ্যতেও এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

সেবা ও উন্নয়নধর্মী এ প্রতিষ্ঠানটির সুনাম অক্ষুন্ন রাখার জন্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সু-সম্পর্ক বজায় রাখার স্বার্থে যাতে Dispute সময়মতো আলোচনার মাধ্যমে নিরসন করা যায় সে বিষয়ে প্রশাসনসহ সকলের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করলেই সংস্থার উন্নয়ন ও সেবা প্রদানে কাঙ্খিত সফলতা অর্জন সম্ভব। বিগত বছরে বেশ কিছু কর্মকর্তা শিক্ষা সফর ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। তাদের শিক্ষা সফর ও প্রশিক্ষালব্ধ জ্ঞান রাজউকের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে transmit করা হলে সংস্থার সেবার মান ও কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

রাজধানী বাসীর প্রত্যাশা অনেক। আমাদেরকেও সে প্রত্যাশা পূরণে টীমস্পিরিট নিয়ে কাজ করতে হবে। পরিবেশবান্ধব, পরিকল্পিত ও দৃষ্টিনন্দন রাজধানী বিনির্মাণে রাজউক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি যে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তা সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হবে। উন্নয়ন কাজগুলো যাতে সময়মতো সম্পন্ন হয়; সে বিষয়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিকতা থাকতে হবে। প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও বাধ্যবাধকতা থাকলে যে কোন প্রকল্পই নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা যায়।

আসছে ঈদুল আযহায় আমরা যেন আমাদের ভেতরের কু-প্রবৃত্তিগুলো পরিহার করে কুরবানীর ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর হতে পারি সে প্রত্যাশা রইল।

অর্থমন্ত্রীর কুড়িল ফ্লাইওভার ও পূর্বাচলের উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিদর্শন

তিনি পূর্বাচল প্রকল্পের সাইট অফিসে প্রকল্প কর্মকর্তাগণের সাথে এক সভায় মিলিত হন। মাননীয় অর্থমন্ত্রী চলমান উন্নয়ন কাজের বর্তমান গতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। পূর্বাচল প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী অর্থমন্ত্রীর প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মন্ত্রীপরিষদ সচিবের পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প পরিদর্শন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীপরিষদ সচিব জনাব মোশারফ হোসেন ভূঁইয়া ২৫ আগষ্ট ২০১২ তারিখে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি নির্মাণাধীন ৩০০'-০" প্রশস্থ পূর্বাচল সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজ, বালু নদীর উপর সেতু নির্মাণ কাজ, ভূমি উন্নয়ন কাজ এবং অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন। পরে তিনি পূর্বাচল প্রকল্পের সাইট অফিসে প্রকল্প কর্মকর্তাগণের সাথে এক সভায় মিলিত হন। মন্ত্রীপরিষদ সচিব চলমান উন্নয়ন কাজের বর্তমান গতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং গুণগত মান অক্ষুন্ন রেখে সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ে কাজ বাস্তবায়নের নির্দেশ প্রদান করেন। পরিদর্শনকালে রাজউকের সদস্য (এস্টেট), সদস্য (উন্নয়ন) ও পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও প্রকল্প কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রীপরিষদ সচিব মহোদয়ের পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প পরিদর্শন

চীনা দূতাবাসের প্রতিনিধির পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প পরিদর্শন

বাংলাদেশে চীনা দূতাবাসের ২ জন প্রতিনিধি ১৩ জুন ২০১২ তারিখে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের ৪ নং সেক্টরে "Bangladesh China Friendship Exhibition Centre" নির্মাণের প্রস্তাবিত সাইট পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো'র চেয়ারম্যান, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের যুগ্মসচিব, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো'র কর্মকর্তা এবং পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, চীন সরকার কর্তৃক বাংলাদেশে একটি আন্তর্জাতিকমানের প্রদর্শনী কেন্দ্র নির্মাণের প্রস্তাব প্রদান করা হলে রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো'র চাহিদার প্রেক্ষিতে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের ৪ নং সেক্টরে প্রায় ১০ একর জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

চীনা দূতাবাসের প্রতিনিধির পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প পরিদর্শন

পূর্বাচল নতুন শহরে ৯ ও ১০ নং সেক্টরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

২৪-২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে পূর্বাচল নতুন শহরে ৯ ও ১০ নং সেক্টরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করেন রাজউকের বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এ কে এম মারুফ হাসান। ২ দিন উচ্ছেদ অভিযানে প্রায় ৫০টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোঃ আনোয়ার হোসেন, প্রকল্প ব্যবস্থাপক জনাব উজ্জ্বল মল্লিক ও মোঃ মেহদি হাসান সহ প্রকল্পের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী উচ্ছেদ অভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। পরপর ২দিন সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত সফলভাবে অভিযান পরিচালিত হয়। পূর্বাচলের উন্নয়ন কর্মকান্ড ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে এই উচ্ছেদ অভিযান বিশেষ ভূমিকা রাখবে এবং এই উচ্ছেদ কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত থাকবে।

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের গাজীপুর অংশের ভূমি উন্নয়ন কাজের ক্রয় প্রস্তাব সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটিতে অনুমোদন

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের গাজীপুর অংশের ভূমি উন্নয়ন কাজ এর ০৪ টি লটের মধ্যে ০৩ টি লটের ক্রয় প্রস্তাব সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটি'তে অনুমোদিত হয়। (প্যাকেজ # ৫০, লট # গা-০১ এর জন্য M/S Nuruzzaman Khan, প্যাকেজ # ৫১, লট # গা-০২ ও প্যাকেজ # ৫২, লট # গা-০৩ এর জন্য M/S ARK-IH JV নিয়োজিত করা হয়)। চুক্তিপত্র সম্পাদনের পর কাজ বাস্তবায়নের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। প্যাকেজ # ৫৩, লট # গ-০৪ এর ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটি'তে প্রেরণ করা হয়েছে।

পূর্বাচল প্রকল্প পরিদর্শনে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আবদুল মান্নান খান, এম.পি, সচিব ড. খোন্দকার শওকত হোসেন এবং রাজউকের চেয়ারম্যান ও সদস্য (উন্নয়ন) সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগন।

বেগুণবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে

বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্পের ৮.৮০ কিঃ মিঃ সার্ভিস রোড, ৮.০০ কি. মি এক্সপ্রেস ওয়ে, ৪টি ব্রীজ, ৩টি ভায়াডাক্ট, ৮.৮০ কিঃ মিঃ ফুটপাথ, ১০.৪০ কি. মি. মেইন ডাইভারশন স্যুয়ার, ১৩ কিঃ মিঃ লোকাল ডাইভারশন স্যুয়ার ও ৪টি ওভারপাস নির্মানের কাজ ডিসেম্বর ২০১২ নাগাদ সম্পন্ন হবে। U-Loop এর লে-আউট প্ল্যান চুড়ান্ত করা হয়েছে। রামপুরা ব্রীজের দক্ষিণ পার্শ্বে বিটিভি'র সামনে U-Loop নির্মাণে ২ আগষ্ট তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে কতিপয় শর্তের আলোকে বিটিভির সম্মতি পাওয়া যায়। বর্তমানে নির্মাণ কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২য় আরডিপিপি'তে ১টি ভায়াডাক্ট (ব্রীজ), ১টি উন্মুক্ত মঞ্চ এবং রামপুরা সড়কে ২টি U-Loop সহ প্রকল্পের সৌন্দর্য বর্ধনের কাজসমূহ চলমান থাকবে। তবে ডিসেম্বর/১২ নাগাদ প্রকল্পটির মূল অংশের সার্ভিস রোড, এক্সপ্রেসওয়ে, ব্রীজ, ভায়াডাক্ট ইত্যাদির কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

হাতিরঝিল এলাকার নির্মাণাধীন ব্রীজ

নগর পরিকল্পনা

World Urban Forum-এ অংশগ্রহণ

ইটালির নেপলস্ শহরে, ১ সেপ্টেম্বর ২০১২ হ'তে ৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ পর্যন্ত, ওয়ার্ল্ড আরবান ফোরাম (The World Urban Forum) এর ষষ্ঠ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী, অ্যাডভোকেট আবদুল মান্নান খান, এম.পি., গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এর নেতৃত্বে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মিলিত যৌথ প্রতিনিধি দল উক্ত অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত অধিবেশনে রাজউকের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোঃ নুরুল হুদা রাজউকের প্রতিনিধিত্ব করেন। এ লক্ষ্যে উক্ত প্রতিনিধিদল ১ সেপ্টেম্বর হতে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৭ দিনের এক সফরে ইতালীর নেপলস্-এ অবস্থান করেন।

World Urban Foram-এ প্রতিমন্ত্রী রাজউকের চেয়ারম্যানসহ বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল

World Urban Forum (WUF6)-এর এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু ছিল, বর্তমান শতক হবে "Century of City". শহর বা নগর-আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনাকে কেন্দ্র করে বিশ্বের সকল আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড ঘনিভূত হবে। এই বাস্তবতায় এমন একটি "কর্ম-পরিবেশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা, যেখানে সকলের জন্য কাজের সমান সুযোগ এবং সকলের জন্য উন্নয়নের সমান ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে, যেখানে নগরের সকল নাগরিকের নিজ নিজ শহরের জন্য গঠনমূলক কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকবে। এই মৌলিক উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রী পর্যায়ের একটি অধিবেশন ৩ সেপ্টেম্বর, অধিবেশনের মূল কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য অধিবেশনে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে।

উক্ত অধিবেশনের উন্মুক্ত আলোচনায়, ইঞ্জিনিয়ার নূরুল হুদা, চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হাবিবুর রহমান কামাল, চেয়ারম্যান, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেডিএ) এবং ড. খুরশীদ জাবিন হোসেন তৌফিক নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর স্ব স্ব অধিদপ্তরের কর্মক্ষেত্রের আঞ্চলিক থেকে জাতীয় পর্যায়ে সংঘঠিত নগরায়নের সমস্যা ও সম্ভাবনা বিশদভাবে তুলে ধরেন এবং উপস্থাপিত বিষয়সমূহ "Habitat-III"-এর সম্ভাব্য এজেন্ডাভুক্ত করার জন্য জোরাল দাবি উপস্থাপন করেন।

বেগুণবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্পের চারপাশে বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে

রাজউকের ৫/১২ তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বেগুণবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্পের চারপাশে ৩০০ মিটার এলাকা পর্যন্ত বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে রাজউকের পরিকল্পনা উইংয়ের সহায়তায় EOI অধিকতর যাচাই বাছাই এর লক্ষ্যে রাজউকের সদস্য (উন্নয়ন)-কে আহবায়ক এবং সিরাজুল ইসলাম, পরিচালক (পরিকল্পনা প্রণয়ন)-কে সদস্য সচিব করে ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি সার্বিক বিষয়সমূহের পরিকল্পনা প্রণয়নে ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করবে।

নগর পরিকল্পনা শাখায় ৫৩৪টি ছাড়পত্র অনুমোদন

নগর পরিকল্পনা শাখায় জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২ পর্যন্ত চারটি অঞ্চলে ১১৫৮ টি ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের আবেদন পত্র জমা হয়েছে। তন্মধ্যে ৫৩৪টি আবেদনের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে এবং ২৮টি আবেদন পত্র প্রত্যাখান করা হয়েছে। অবশিষ্ট আবেদন পত্রগুলো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

তিনটি বেসরকারী আবাসিক প্রকল্প শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত

বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধি ১৮ অনুযায়ী গঠিত কমিটি কর্তৃক কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে ২০১২-এ অনুষ্ঠিত দুটি সভায় তিনটি বেসরকারী আবাসিক প্রকল্প অনুমোদিত হয়। প্রকল্প তিনটি হলো ঃ (১) আমিন মোহাম্মদ ল্যান্ডস লিমিটেড-এর গ্রীন মডেল টাউন, আবাসিক প্রকল্প (১ম পর্ব)। প্রকল্পের মোট জমির পরিমাণ ১৪৮.৭৩ একর (২) আশিয়ান ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট লিঃ এর আশিয়ান সিটি আবাসিক প্রকল্প (১ম পর্ব), মোট জমির পরিমাণ ৪৩.১১ একর এবং (৩) ইষ্ট ওয়েষ্ট প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট (প্রাঃ) লিঃ এর বসুন্ধরা আবাসিক প্রকল্পের (১ম পর্ব) সংশোধিত ও সম্প্রসারিত এলাকা (A হতে L পর্যন্ত), মোট জমির পরিমাণ ১৪৩৪. ৪৮৯৭ একর।

প্রশাসন

যোগদান

২৫ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে জনাব ড. খুরশীদ জাবিন হোসেন তৌফিক, (উপ পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর) প্রেষনে পরিচালক (নগর পরিকল্পনা) পদে যোগদান করেন।

১২ আগষ্ট ২০১২ তারিখের অফিস আদেশ ৯৮/১২ অনুযায়ী জনাব শাহনেওয়াজ হক সহকারী পরিচালক (নগর পরিকল্পনা)-কে নগর পরিকল্পনা শাখায় পদায়ন করা হয়েছে।

১২ আগষ্ট ২০১২ তারিখের অফিস আদেশ ১০০/১২ অনুযায়ী জনাব মোঃ হাসিবুল কবীর সহকারী পরিচালক (নগর পরিকল্পনা)-কে পরিকল্পনা প্রণয়ন শাখায় পদায়ন করা হয়েছে।

১২ আগষ্ট ২০১২ তারিখের অফিস আদেশ ৯৯/১২ অনুযায়ী মিসেস ফারহানা রহমান (ষ্ট্রাটেজিক প্ল্যানিং)-কে পরিকল্পনা প্রণয়ন শাখায় পদায়ন করা হয়েছে।

বদলী

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে স্মারক নং-প্রশা-৬/বিবিধ (সাধারণ-৭)/২০০৭/৫৭০ এর অফিস আদেশের মাধ্যমে উপ পরিচালক (নগর পরিকল্পনা) জনাব আবু হাসান মোর্তুজা-কে স্ববেতনে ও সম পদবীতে প্রেষণে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকায় বদলী করা হয়েছে।

স্বল্প ও মধ্যম আয়ের ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম-কে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত অফিস আদেশ (স্মারক নং-প্রশ-৬/রাজ-২৬/২০০৪/৪৪৭, তারিখঃ ১৭ জুলাই অনুযায়ী গণপূর্ত অধিদপ্তরে স্বপদে বদলী করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ

হাতিরঝিল সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্পটির অর্ন্তভূক্ত Grade Separated U-Loop, Landscaping, Water taxi terminal, Amphi- Theatre, Foot Bridge, Floating deck ইত্যাদি কাজসমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের পরিকল্পনা প্রনয়ন তথা মাঠ পর্যায়ের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করা এবং ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্প আরও নান্দনিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সরকারী মঞ্জুরী আদেশের প্রেক্ষিতে এ,এস,এম রায়হানুল ফেরদৌস, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক, হাতিরঝিল, ও রাজউকের কেন্দ্রীয় ঢাকা (রাজউক) বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ নুরুল ইসলাম, ০৯ জুলাই তারিখ হতে ১৯ জুলাই তারিখ পর্যন্ত ভিয়েতনাম ও চীন সফর করেন।

অনুরোধ

রাজউক বার্তায় তথ্য, ছবি, প্রবন্ধ ইত্যাদি দিয়ে সহযোগিতা করুন।

ভিয়েতনাম ও চীন সফরে রাজউকের হ্যাতিরঝিল প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সহকারী পরিচালক/সহকারী প্রকৌশলী/সহকারী সচিব পর্যায়ের ২৫ (পঁচিশ) জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে "পারসোনাল ম্যানেজমেন্ট (এডভান্স কোর্স-ব্যবহারিক)" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স গত ১২ জুলাই, ২০১২ তারিখে শুরু হয়ে ১৮ জুলাই, ২০১২ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।

উত্তরা এপার্টমেন্ট প্রকল্পে সদ্য নিয়োগকৃত ১ম ও ২য় শ্রেনীর মোট ২৭ (সাতাশ) জন সহকারী/উপ-সহকারী প্রকৌশলীর সমন্বয়ে ওরিয়েন্টেশন কোর্সটি জুলাই ৩০ তারিখে শুরু হয়ে আগষ্ট মাসের ০৫ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের তৃতীয় শ্রেনীর কর্মচারী ইমারত পরিদর্শক, ড্রাফটসম্যান ও সার্ভেয়ারদের সমন্বয়ে গঠিত প্রশিক্ষণের ১৫তম ব্যাচ "Development Management (Act, Rules & proceduces related to RAJUK)" (Phase-2) শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের শিক্ষা সফর গত ১৪ জুলাই, ২০১২ তারিখে ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলা দপ্তরে সুসম্পন্ন হয়েছে।

ধামরাই উপজেলা দপ্তরে শিক্ষা সফরে প্রশিক্ষনার্থীগণ

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২ এ চেয়ারম্যান, রাজউকের সভাপতিত্বে তিনটি বোর্ড সভা এবং তিনটি মাসিক সমন্বয় সভা রাজউকের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাসমূহে রাজউকের বিভিন্ন শাখার কাজের অগ্রগতি ও বিষয়ক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।

বিষয় শাখা

টঙ্গী ও শ্যামপুর শিল্প এলাকার তথ্যাদি সংগ্রহে কমিটি গঠন

কর্তৃপক্ষের ৭/২০১২ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী টঙ্গী ও শ্যামপুর শিল্প এলাকার বরাদ্দকৃত এবং অবরাদ্দকৃত খালি প্লটের তালিকা প্রণয়নসহ সার্বিক অবস্থার তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন)-কে আহবায়ক করে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবে।

উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ

উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ শাখার কর্মকান্ড সংক্রান্ত প্রতিবেদন

ইমারতের নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর সফল বাস্তবায়ন পরিকল্পিত নগরায়নের বিকাশে সরকারের ইতিবাচক ভূমিকাকে সমুজ্জল করেছে। বর্তমান সময়ে ইমারত নির্মাণে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করণের ফলে ইমারত নির্মাণে ব্যত্যয় করার প্রবণতা ৫০% হ্রাস পেয়েছে। FAR এর সূচক অনুযায়ী জমি ছেড়ে ইমারতের নকশা অনুমোদনের ফলে প্রতিটি ইমারতে Green Space তৈরীর সম্ভাবনা সৃষ্টি হওয়ায় পরিবেশ উন্নত হচ্ছে।

ইমারত পরিদর্শকগণ কর্তৃক ৪০০০ অবৈধ/ব্যত্যয়কৃত ইমারত মালিকগণকে নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া অবৈধভাবে এবং অনুমোদিত নকশার ব্যত্যয় ঘটিয়ে নির্মিত/নির্মাণাধীন ৩০০টির অধিক ইমারত সমূহে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে এবং মোবাইল কোর্ট এর মাধ্যমে অর্থদন্ড এবং কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।

বিগত ০৩ (তিন) মাসে বৃহদায়তন বা বিশেষ প্রকল্প অনুমোদন কমিটি কর্তৃক পরীক্ষা নিরীক্ষা পূর্বক ৪০ (চল্লিশ)টির অধিক বিশেষ প্রকল্প নকশা অনুমোদন করা হয়েছে এবং ২৫০টি ইমারতের নকশা অনুমোদন করা হয়েছে।

আইন বিষয়ক

বিভিন্ন আদালতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মোট বিচারাধীন রীট মামলা ২৩৪৫টি, দেওয়ানী মামলা ১০২৩টি এবং আরবিট্রেশন মামলা ১০৬১টি। সেপ্টেম্বর ২০১২ পর্যন্ত এ বিষয়ে ৫টি দেওয়ানী মামলা, রীট মামলা ২০টি এবং ৩২টি আরবিট্রেশন মামলা নিষ্পত্তি হয় যার সবগুলির রায় সরকার (রাজউক)-এর পক্ষে হয়েছে। রাজউক এর মামলা পরিচালনার জন্য ১০৩ জন প্যানেল আইনজীবী কাজ করছেন। মামলার কার্যক্রম চেয়ারম্যান মহোদয় নিবিড় পর্যবেক্ষণ করছেন। এ বিষয়ে সকল শাখা প্রধান আইন শাখাকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছেন।

হিসাব

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। গত অর্থ বছরে আয় ছিল ১৮৮.২২ কোটি টাকা এবং ব্যয় ছিল ৫৮.৫৮ কোটি টাকা। ফলে অতিরিক্ত ১২৯.৬৪ কোটি টাকা লাভ হয় যা গত অর্থ বছরের তুলনায় ১৬.১৫% বেশি। এছাড়া বিগত অর্থ বছর পর্যন্ত রাজউকের সম্পদের পরিমান ছিল ৭৫৬০.২১ কোটি টাকা।

১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরের পূর্ব পর্যন্ত রাজউক হিসাব সংরক্ষণে Single entry পদ্ধতি ব্যবহার করত পরবর্তীতে ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরে রাজউক সফলভাবে Single entry পদ্ধতিতে পরিবর্তনে সক্ষম হয়। এছাড়া ২০০৮-০৯ অর্থ বছর হতে রাজউকে সম্পূর্ণভাবে কম্পিউটারাইজড হিসাব পদ্ধতি চালু হয়।

রাজউক তার দৈনন্দিন সেবামূলক কার্যক্রম হতে প্রাপ্ত অর্থ ছাড়াও অতিরিক্ত অর্থ ফিক্সড ডিপোজিটে বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থ আয় করে থাকে। এছাড়া বিগত অর্থ বছরে রাজউক রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ২৩.৫৬ কোটি টাকা করপোরেট ট্যাক্স এবং ২ কোটি টাকা Non-revenue ট্যাক্স জমা দেয়। ফলে রাজউক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন ছাড়াও জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে, যা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বিবিধ

রাজউক অফিসার্স ক্লাব প্রতিষ্ঠান সিদ্ধান্ত

কর্তৃপক্ষের ০৫/২০১২ তম সাধারণ সভায় 'রাজউক অফিসার্স ক্লাব' প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সংস্থার অফিসারগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য, সহমর্মিতা, সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন দৃঢ়করণ ও বিভিন্ন চিত্তবিনোদনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা ও পারস্পরিক যোগাযোগ ও ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে পেশাগত উৎকর্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে রাজউক ও সহযোগী সেবাধর্মী সংস্থার ১ম শ্রেণীর অফিসার ও সমমনা পেশাজীবি ব্যক্তিত্ব ক্লাবের সদস্য হতে পারবেন।

প্রবন্ধ

সিউলের হান নদী ও ঢাকার বুড়িগঙ্গা

*তপন দাস**

ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায় নদীকে কেন্দ্র করেই অধিকাংশ প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছে, যেমন -মিশর, রোমান, গ্রীক, ইরাক সভ্যতা। আর আধুনিক শহরও তৈরী হয়েছে ঐ নদীকে ঘিরেই যেমন- লন্ডন, প্যারিস , বুদাপেষ্ট, জেনেভা,

নিউইয়র্কের মতো অনেক বড় শহর। দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউল শহর এর বাইরে নয়। এরূপ হান নদীকে কেন্দ্র করে সিউল শহর গড়ে উঠেছে। সম্প্রতি সিউলের এ নদীটি দেখার সুযোগ হয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার হান নদী যেন সিউল শহরকে কোলে পিঠে করে সযত্নে রেখেছে। পুরো শহরটাকে ঘিরে রয়েছে এ নদী। একে কেন্দ্র করেই সিউল শহর। এ নদীর জন্ম হলো উত্তর কোরিয়ার গেমগাং পাহাড়ের মাউন্ট তাইতক থেকে। এর পরে দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল হয়ে ইমজিন নাম নিয়ে পীত সাগরে গিয়ে পড়েছে। সিউলে এ নদী চওড়া কম বেশী এক কিলোমিটার। এটি খুব লম্বা নদী নয়। উৎস থেকে ইয়েলো সাগর পর্যন্ত মাত্র ৫১৪ কিলোমিটার।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পশ্চিম জার্মানীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাইন নদীর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। এজন্য বলা হত Miracle on the Rhine তদ্রুপ দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনৈতিক সাফল্যের জন্য হান নদীকে গুরুত্ব দেয়া হয়। এ জন্য বলা হয় Miracle on the Han River। এক সময় এ নদী দিয়ে চীনের সাথে বাণিজ্য চলত। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দেশটি বিভক্ত হওয়ায় বানিজ্য বন্ধ হয়ে যায়।

সিউলে এ নদীতে ব্রিজের সংখ্যা ২৭টি। তার মধ্যে কয়েকটি হলো Gimpo Brige, Olympic Bridge, Gangdong Bridge, Hangang Bridge, Gyang Bridge, Seongsan Bridge, Mopo Bridge। আমরা সিউলে দশ দিন ছিলাম। প্রতিদিনই আমরা কোথাও না কোথাও যেতাম। ব্রিজ পার হতাম আর হান নদীকে দেখতাম। আমাদের বুড়িগঙ্গা নদীতে ব্রিজের সংখ্যা মাত্র ২টি। তা দৈর্ঘ্যেও ছোট আর প্রশস্তও কম। সিউলে আমরা যে কয়টি ব্রিজ পার হলাম সবগুলোই খুবই প্রশস্ত। মনে হলো যমুনা ব্রিজের চেয়ে বেশী প্রশস্ত।

ব্রিজের নির্মাণ কৌশল নিয়ে আমার ভালো ধারনা নেই। তবে দেখতে সুন্দর আর ভালো লেগেছে, এতটুকু বলা যায়। কেননা দেখা প্রতিটি ব্রিজ কমপক্ষে ১ কিলোমিটার লম্বা ও খুবই প্রশস্ত। কোনটায় দেখলাম রেলওয়ে ব্রিজও রয়েছে। ব্রিজ থেকে যাওয়ার সময় প্রতিবারই বাস থেকে আমি খেয়াল করে নদীটিকে দেখতাম। আমার খুব ভালো লাগতো হান নদীর স্বচ্ছ পানি ও তার স্বাভাবিক বহমানতা দেখে। কেননা আমরা বুড়িগঙ্গা দেখেছি। সে সময়ে তা ভেবে কষ্ট পেয়েছি।

বেশ কয়েকটি ব্রীজ আমরা পার হয়েছি। এ থেকে হান নদীকে যতটুকু দেখেছি। তাতে দেখলাম এ নদীর খুব কাছাকাছি কোন জনবসতি নেই। যদিও দক্ষিণ কোরিয়ার অর্ধেক জনগোষ্ঠী সিউলে থাকে আর সিউল বিশ্বের দ্বিতীয় মেগাসিটি। নদীর পাড় বাঁধানো, সেখান থেকে কিছুটা দূরে ফেন্সিং, তারপরে মহাসড়ক। মহাসড়কের ওপাশে বসতি। নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া নদীর কাছে যাওয়ার পথ নেই। আমরা বাংলাদেশের মানুষ তা ভাবতে পারছিনা।

কোরিয়া সরকার আর অধিবাসীরা এ নদীকে এত যত্ন করেন, এত সংরক্ষণ করেন, যে কারনে কোন পানি দুষণ নেই। এ জন্য এ নদীকে বলা হয় An Ecological Jewel of the Capital। এর নাব্যতা আর স্বচ্ছতা বিদ্যমান। ব্রীজকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। পুরো এলাকাটা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। অনেক দুর পর্যন্ত গেলাম, দেখা গেল নদীর পাড় বাঁধানো। সামান্য দূরে মাঝে মাঝে বসার জায়গা আছে। অনেক পরিবার ছোটদের সহ বসে ছিল। এক জায়গায় দেখলাম তাবু টানিয়ে পুরো পরিবারসহ খাওয়া দাওয়া করছে। জানলাম এরা ছুটির দিন (রোববার) উপভোগ করছে। মাঝে কৃত্রিম পাহাড় আছে। অনেকে পাহাড়ের উপরে উঠছে। আবার মাঝে ফুলের বাগান আছে। আর পানির ফোয়ারাতো আছেই।

অনেক জায়গায় দেখালাম টার্মিনালসহ ঘাট। লঞ্চ আছে। যাতে করে নদী ভ্রমণ করা যায়। এক গ্রুপ এখনি ঘুরে আসলো দেখলাম। হঠাৎ দেখলাম জলের ফোয়ারার সাথে আলোক রশ্মি বের হচ্ছে ব্রীজের উপর থেকে। সাথে দর্শকদের চিৎকার। মোহনীয় রূপ ধারণ করেছে। দেখলাম কিছুক্ষন পর পর এরূপ আলোক রশ্মি বের হচ্ছে। এখানে মানুষের আনন্দ আর উচ্ছাস দেখলাম।

কিছু সময় কাটানোর পর আমরা ফিরে আসি। ভাবছি একটি নদী বা জলাশয়কে কেন্দ্র করে এরা কত কিছুই না করে। আর আমরা ঢাকার বুড়িগঙ্গাকে কিভাবে রেখেছি!

**লেখক রাজউকের সদস্য (অর্থ)*

প্রসঙ্গঃ নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অর্থের অপচয় রোধ

- মুসা আখন্দ

কি সরকারী-কি আধাসরকারী প্রায় সকল দপ্তরেই বেশীরভাগ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হচ্ছে না। এর ফলে প্রকল্পের সুবিধা প্রাপ্তি থেকে যেমন জনগণ বঞ্চিত হচ্ছে; তেমনি সরকারী তথা জনগণের অর্থের অপচয়ও হচ্ছে। নির্ধারিত সময়ে শেষ না হওয়া প্রকল্পের সংখ্যাই বেশী। যেমনঃ ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক চার লেন প্রকল্পের কথা বলা যায়। ৮৮ কিলোমিটার পথ চার লেন করার কাজের মধ্যে মাওনা থেকে ময়মনসিংহ পর্যন্ত ৫৮ কিলোমিটারের কাজ শুরু হয়েছে। ১৭ মাসে কাজ হয়েছে মাত্র ১১ শতাংশ। আর বাকী ৩০ কিলোমিটারের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে। নির্মাণকাজ শুরু হয়নি এখনও। অথচ এরই মধ্যে ৮৭৯ কোটি টাকার চুক্তি মূল্যের অতিরিক্ত ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে ২৪০ কোটি টাকা (সূত্র-

প্রথম আলো ১৬ জুন ২০১২)। শুধুমাত্র প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ না হওয়ার জন্য সরকারের কোটি কোটি টাকা লোকসান দিতে হচ্ছে বা অতিরিক্ত খরচ হচ্ছে, যা কিনা চুরি হচ্ছে বা হয়েছে বলা যেতে পারে। প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীর গতি, ব্যয় বৃদ্ধি রোধ করতে হলে যা করতে হবে-
যেহেতু একটা প্রজেক্ট বলতে বুঝানো হয় যে, সাময়িকভাবে কোন পণ্য, সেবা বা ফলাফল প্রস্তুত করা যার একটা নির্দিষ্ট শুরু এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তে সমাপ্তি রয়েছে; তাই প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হলেই তবে প্রকল্পের সার্থকতা।

তাই সুষ্ঠু প্রকল্প ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন- জ্ঞান, দক্ষতা, টুলস্ এবং কৌশল। এজন্য ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে প্রকল্প বাস্তবায়নের ৫টি প্রসেস গ্রুপের আওতায় ৪২টি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া সম্পর্কে একজন ব্যবস্থাপকের সম্যক ধারনা থাকতে হবে। ৫টি প্রসেস গ্রুপ হলোঃ উদ্যোগ, পরিকল্পনা, নির্বাহ, তদারকী ও নিয়ন্ত্রণ এবং সমাপ্তিকরণ।

৫টি প্রসেস গ্রুপে নিম্নরূপ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। যেমন (১) ইনটেগ্রেশন, (২) স্কোপ, (৩) সময়, (৪) ব্যয়, (৫) গুণগত মান, (৬) মানবসম্পদ, (৭) যোগাযোগ, (৮) ঝুঁকি ও (৯) প্রকিউরমেন্ট। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ৫টি প্রসেস গ্রুপের মধ্যে ৪টি গ্রুপেই কাজ করতে হয়। যেমন- প্লান প্রকিউরমেন্ট, কনডাক্ট প্রকিউরমেন্ট, এডমিনিস্টার প্রকিউরমেন্ট এবং ক্লোজ প্রকিউরমেন্ট, তেমনি মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্লানিং প্রসেস এবং এক্সিকিউটিং প্রসেস গ্রুপের আওতায় পড়ে।

সময়মতো প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প ব্যবস্থাপকের দক্ষতার পাশাপাশি কমিটমেন্টও থাকতে হবে। প্রবল ইচ্ছা শক্তি ও বাধ্যবাধকতা থাকলে যে কোন প্রকল্পই নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা যায়। যেমনঃ বিবাহ অনুষ্ঠানের কথা বলা যায়। ধনী, নির্ধন সকলের ক্ষেত্রেই বিবাহের অনুষ্ঠানগুলো নির্দিষ্ট সময়ান্তে শেষ হয়। ছোট অনুষ্ঠানগুলোর বেলায় বাড়ীর কর্তা ব্যক্তি (স্পন্সর) নিজেই সবগুলো কাজ দেখাশুনা করেন এবং অনুষ্ঠানগুলোর সফল সমাপ্তি টানেন। ইদানিং বড় অনুষ্ঠানগুলোর জন্য বিভিন্ন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী বিবাহ অনুষ্ঠানের সকল কাজ করে থাকেন। অনুষ্ঠানগুলোর ব্যাপ্তি এবং বাজেট কয়েক কোটি টাকা হলে একাধিক থার্ড পার্টির মাধ্যমে নির্দিষ্ট তারিখেই সমাপ্তি টানা হয়। কোনক্রমেই ডেট ফেইল করেনা। এসব ক্ষেত্রে অনুষ্ঠান আয়োজনকে একটা প্রজেক্ট হিসেবে ধরে নিলে ৫টি প্রসেস গ্রুপের আওতায় ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমগুলোর সবগুলোই নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল দ্বারা পূর্ব নির্ধারিত বাজেটের মধ্যে সমাপ্ত হয় বলে ক্ষতি তো হয়ইনা বরং সফলতার শতভাগ অর্জিত হয়। এক্ষেত্রে অনুষ্ঠানের আয়োজক পক্ষ এবং ম্যানেজমেন্ট কোম্পানীর প্রকল্প ব্যবস্থাপকগণ একে অপরের সাথে কো-অর্ডিনেশন করে সকল কাজগুলো Work Breakdown Structure (WBS) সময় মতো শেষ করে থাকেন।

আমাদের দেশে সরকারী প্রকল্পগুলোর বেলায় সময় বেধে দেয়া থাকলেও ব্যবস্থাপনার দিক থেকে প্রকল্প ব্যবস্থাপকগণ যথেষ্ট প্রশিক্ষিত না হওয়ায় এবং কারিগরী দক্ষতা বিবেচনায় ব্যবস্থাপক নির্বাচন সঠিক না হওয়ায় প্রকল্পগুলোর কাজে ধীর গতি আসে এবং যথাসময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে না। ফলে ব্যয় মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনার শর্তানুযায়ী Work package করার সময় কাজগুলো ভেঙ্গে এত ছোট করা না হয় যেন, তা করতে আধা ঘন্টা সময় লাগে আবার এত বড় করা যাবে না যেন ৮০ ঘন্টার বেশী লাগে। তাই একজন প্রকল্প ব্যবস্থাপককে Activity List তৈরী করে work plan অনুযায়ী প্রকল্পের শুরু থেকে সমাপ্তি টানতে হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে ক্রয় প্রক্রিয়া একটি অন্যতম কাজ। Project procurement management-এর বেলায় সময়, প্ল্যান ও স্বচ্ছতার অভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন ক্ষতিগ্রস্থ ও দীর্ঘায়িত হয়। সরকারী ক্রয় প্রক্রিয়ায় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক। ইদানিং বেসরকারী পর্যায়েও পিপিপিআর অনুসরণ করা হচ্ছে। এই আইনটি করা হয়েছে 'সরকারী তহবিলের অর্থ দ্বারা কোন পণ্য, কার্য্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং উক্তরূপ ক্রয়কার্য্যে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক সকল ব্যক্তির প্রতি সমআচরণ ও অবাধ প্রতিযোগীতা নিশ্চিত করার জন্য'। সরকারি ক্রয়ে ইলেকট্রনিক পরিচালন পদ্ধতির ব্যবহারের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ক্রয়কার্যে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন দপ্তরে ই-টেন্ডারিং চালু হয়েছে। এ পদ্ধতি চালু হলে পিপিআর তফসিল-৩ অংশ ক-তে বর্ণিত Procurement Processing and Approval Timetable এবং অংশ গ-ঙ তে Annual Procurement Plan যথাযথ অনুসরণ করা বাধ্যবাধকতার মধ্যে আসবে এবং প্রকল্প নির্ধারিত সময়ান্তে সম্পন্ন করা যাবে।

প্রকল্প সময়মতো বাস্তবায়নের জন্য শুরুতে উল্লেখিত যে ৫টি প্রসেস গ্রুপের আওতায় ৪২টি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক ধারণা আছে এমন ব্যক্তিকেই প্রকল্প ব্যবস্থাপক নিয়োগের পাশাপাশি অর্থের সংস্থান করা হলেই কেবল নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্ত হবে এবং অপচয় রোধ করা সম্ভব হবে।

-লেখক, রাজউকের উপ-পরিচালক (এমআইএস)
musaakhand2000@yahoo.com

প্রকাশক : মোঃ আশরাফ আলী আখন্দ, উপ-পরিচালক (নগর পরিকল্পনা), রাজউক
রাজউকের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত ও মেসার্স এন,আর, প্রিন্টার্স, ১২০, আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত।
রাজউক বার্তা রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ডিএ/২০০০-২৫, ফোন : (৮৮০-২) ৯৫৫৭৬৯৫ রাজউক পিএবিএক্স : (৮৮০-২) ৯৫৫৬১৬১-৫/১৬৫
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৯৫৬৩৫৯১, ই-মেইল : mashrafbakul@yahoo.com